দৈনিক সংবাদ

৭৭

তারিখ ... MAY 29 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

মোঃ মাহবুবুল আলম

সুষ্ঠু পরিবেশ আর উন্নত শিক্ষা পেতে প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী চলে যায় প্রতিবেশী দেশগুলোতে। এ প্রবণতা রোধ ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে গড়ে তোলা হয়েছে দেশেই এক ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নাম 'রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ।' ন্যূনতম ১৫০০ শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন উপযোগী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাজধানী ঢাকার উত্তর প্রান্তে উত্তরায় এর অবস্থান। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে রাজউকের দেয়া চার একর জমিতে গড়ে উঠেছে সুরম্য এই আধুনিক বিদ্যাপীঠ। প্রতিষ্ঠার এক বছরেই ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

সম্পূর্ণ রাজনীতি নিষিদ্ধ কঠোর শৃংখলায় আবর্তিত এ প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যেই অনেক ছাত্রছাত্রী বিদেশ থেকে ফিরে এসে ভর্তি হয়েছে। দেশে বেসরকারিখাতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান 'ও' এবং 'এ' লেভেল কোর্স পরিচালনাকারী ইংরেজি মিডিয়ামের স্কুলগুলো উপর মূলত সরকারের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলশ্রুতিতে তারা ইচ্ছামাফিক ফিস আদায় করে থাকে যা স্বাভাবিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফিসের চেয়ে ন্যূনপক্ষে ১০-১২ গুণ বেশি। এসব ক্ষেত্রে সরকারের সহায়ক কলেজ হিসেবে এটা কাজ করে যাচ্ছে। কলেজটির শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি, যদিও বর্তমানে ইংরেজি মিডিয়ামের পাশাপাশি বাংলা মিডিয়ামও চালু রয়েছে। বেসরকারিখাতে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি মিডিয়ামের স্কুলগুলো বিদেশের আবহাওয়া, ইতিহাস, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়া হয়। পক্ষান্তরে এ কলেজে দেশের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা শিক্ষা দেয়া হয়।

এ কলেজে শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বিভিন্ন হবিস, সোসাইটিজ ও ক্লাবের সুব্যবস্থা রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিও রয়েছে গুরুত্ব। শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্য রক্ষা, আগ্রহ, মানসিক প্রবণতা পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতে পেশা ও উচ্চ শিক্ষা নির্ধারণের জন্য কলেজ থেকে সম্যক ধারণা ও উপদেশ প্রদানের সামগ্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। এটি একটি ব্যয়বহুল কলেজ হলেও পল্লী এলাকার দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এখানে শতকরা দশ ভাগ আসন সংরক্ষিত এবং বিনা বেতনে রয়েছে পড়ার সুবিধা। এ কলেজের সাথে গ্লাসগো সিটি কাউন্সিলের (যুক্তরাষ্ট্র) টিচার্স এক্সচেইঞ্জ প্রোগ্রাম চুক্তি রয়েছে। ইতোমধ্যে গ্লাসগো

সিটি কাউন্সিলের সাথে চুক্তি মোতাবেক উভয় দেশের দু'জন শিক্ষক বিনিময় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তারা তিনমাস পরস্পরের দেশে থেকে প্রশিক্ষন ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। এ কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি বাস্তবমুখী। অত্যাধুনিক কম্পিউটার ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব সমৃদ্ধ কলেজের পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ভূগোল ও কৃষি বিষয়ে রয়েছে অতি উন্নত ব্যবহারিক ব্যবস্থা। শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাবস্ এন্ড সোসাইটিস, সঙ্গীত শিক্ষা, ড্রাইভিং শিক্ষা, টাইপরাইটিং, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক (বাংলা-ইংরেজি), একক অভিনয়, সঙ্গীত, ধাঁধা ও সাধারণ জ্ঞানের আসর, চারু ও কারু শিল্পসহ বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর খেলার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের ব্যাপক আয়োজন থাকে এখানে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন কর্নেল নুরন্ নবী। সামরিক পোশাকে অভ্যস্ত কঠিন এ মানুষটি গড়ে তুলেছেন কলেজটিকে সত্যিই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী করে। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এক হাজার চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে এখানে লেখাপড়া করছে।

কলেজের শিক্ষার মানের পাশাপাশি এর পরিবেশও দৃষ্টান্ত হতে পারে। গোটা কলেজ যেন সাজানো এক বাগান। সবকিছুই ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও নেই এক টুকরো ময়লা কাগজ। নেই দেয়ালে একটা পেন্সিলের আঁচড়। ক্যাম্পাস, করিডোর আর বারান্দার দু'পাশে সোনালী টবে বৈচিত্র্যময় ফুলের গাছ। বাগানের প্রতিটি গাছ নিজ পরিচয় দিচ্ছে সুন্দর নামফলক ধারণ করে। কোথাও নেই হৈ-হল্লা। নেই ক্লাস, করিডোর অথবা মাঠে কোন আড্ডা। অসম্ভব টিপটপ পোশাকে কর্মচারীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ব্যস্ত। খুব চমৎকার কলেজের পরিবেশ, যা সাধারণত চোখে পড়ে না।